আলোকিত জীবনের প্রত্যাশায়...

শাইখ খালিদ আল-হুসাইনান রহ.

RUHAMA
PUBLICATION
রুহামা পাবলিকেশন

সূচিপত্র

 # প্রথম পাঠ
সৃষ্টিকর্তার সাথে শিষ্টাচার ---- ১৩
 # দ্বিতীয় পাঠ
সৃষ্টির সাথে শিষ্টাচার ---- ১৭
 # তৃতীয় পাঠ
দুশ্চরিত্রের লক্ষণ ---- ২১
 # চতুর্থ পাঠ
আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য আমল করা ---- ২৩
 # পঞ্চম পাঠ
আল্লাহর ফায়সালার ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশের পদ্ধতি ---- ২৬
 # ষষ্ঠ পাঠ
ঈমানের কতিপয় আমল ---- ৩০
 # সপ্তম পাঠ
প্রতিপালক হিসেবে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার অর্থ ---- ৩২
 # অষ্টম পাঠ
আমাদের হতে হবে এক দেহের ন্যায় ---- ৩৬
 # নবম পাঠ
ইহসান তথা আল্লাহর প্রতি একাগ্র হওয়ার ফলাফল ---- ৪০
 # দশম পাঠ
আল্লাহর সাথে নেককার বান্দাদের ঘনিষ্ঠতা ---- ৪২
 # একাদশ পাঠ
গোপন পাপ ---- ৪৬
 # দ্বাদশ পাঠ
চরম ভীতিকর কিছু আশঙ্কা ---- ৫০
 # ত্রয়োদশ পাঠ
পরিশুদ্ধ অন্তর ---- ৫৩

চতুর্দশ পাঠ
আমাদের কাছে আল্লাহর প্রত্যাশা ---------- ৫৫
পঞ্চদশ পাঠ
উম্মাহর জীবনে নসীহাহ বা কল্যাণকামিতার গুরুত্ব ---------- ৫৮
ষষ্ঠদশ পাঠ
বাস্তবায়নের পথে ---------- ৬২
সপ্তদশ পাঠ
সুদক্ষ আলেমদের গুণাবলি ---------- ৬৮
অষ্টদশ পাঠ
আল্লাহ সুন্দর এবং সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন ---------- ৭২
উনিশতম পাঠ
প্রতিটি বিষয়েই মুমিন স্বচ্ছ ও পবিত্র ---------- ৭৫
বিশতম পাঠ
দুআর মধ্যে বারবার 'ইয়া রব' 'ইয়া রব' বলো ---------- ৭৮
একুশতম পাঠ
পূর্ণাঙ্গ ইসলাম ---------- ৮১
বাইশতম পাঠ
আল্লাহর প্রতি লজ্জাবোধ ---------- ৮৪
তেইশতম পাঠ
পূর্ণাঙ্গ ঈমানের কতিপয় শর্ত ---------- ৯১
চব্বিশতম পাঠ
সুখের সময় আল্লাহকে চেনা ---------- ৯৩
পঁচিশতম পাঠ
অহেতুক কথাবার্তা থেকে সাবধান ---------- ৯৮
ছাব্বিশতম পাঠ
স্রষ্টা ও সৃষ্টির অধিকার ---------- ১০২
সাতাশতম পাঠ
সকল অনিষ্টের মূল ---------- ১০৫
আঠাশতম পাঠ
যিকিরের আসরের ফায়দা ---------- ১০৯

উনত্রিশতম পাঠ
'মুহসিনীন' এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপায় ---------- ১১২
ত্রিশতম পাঠ
'মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপায় ---------- ১১৫
একত্রিশতম পাঠ
গুনাহের পর তা মোচনকারী ভালো কাজ করো ---------- ১১৮
বত্রিশতম পাঠ
কখন দুআ কবুল হয় ---------- ১২৩
তেত্রিশতম পাঠ
কালেমায়ে তাওহীদের বাস্তবায়ন কীভাবে করব? ---------- ১২৫
চৌত্রিশতম পাঠ
নামাজের নূর ---------- ১২৭
পঁয়ত্রিশতম পাঠ
প্রবৃত্তির হাতে বন্দী হয়ো না ---------- ১২৯
ছত্রিশতম পাঠ
জুলুমকে ভয় করো ---------- ১৩২
সাঁইত্রিশতম পাঠ
আল্লাহর অনুগ্রহ কামনা করো ---------- ১৩৫
আটত্রিশতম পাঠ
কল্যাণ অর্জিত হলে আল্লাহর প্রশংসা করো ---------- ১৪১
উনচল্লিশতম পাঠ
প্রত্যেক ভালো কাজ সদাকা ---------- ১৪৩
চল্লিশতম পাঠ
তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের হিসেব করবে কীভাবে? ---------- ১৪৯
একচল্লিশতম পাঠ
বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধি ---------- ১৫৫
বিয়াল্লিশতম পাঠ
গুনাহের কারণে তাদের কলবে মরিচা ধরেছে ---------- ১৫৭
তেতাল্লিশতম পাঠ
তাওফীক আল্লাহর হাতে ---------- ১৫৯

 # চুয়াল্লিশতম পাঠ
আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল হওয়ার উপায় ---------- ১৬৫
 # পঁয়তাল্লিশতম পাঠ
কলবের ব্যাধি ---------- ১৭১
 # ছেচল্লিশতম পাঠ
ভ্রাতৃত্ব বিনষ্টকারী বিষয় থেকে বেঁচে থাকো ---------- ১৭৫
 # সাতচল্লিশতম পাঠ
দুনিয়ার ভালোবাসা সকল পাপের মূল ---------- ১৮১
 # আটচল্লিশতম পাঠ
পাপ এবং পুণ্য ---------- ১৮৫
 # ঊনপঞ্চাশতম পাঠ
আল্লাহর হেফাজত করো, আল্লাহ তোমার হেফাজত করবেন ---------- ১৮৯
 # পঞ্চাশতম পাঠ
আল্লাহর প্রতি অধীর আগ্রহ ---------- ১৯৭

প্রথম পাঠ
সৃষ্টিকর্তার সাথে শিষ্টাচার

শায়খ ইবনে উসাইমিন রহ. বলেন, সৃষ্টিকর্তার সাথে আদব বজায় রাখতে এবং উত্তম আচরণ করতে তিনটি বিষয়ের সমন্বয় প্রয়োজন।

১. আল্লাহর সকল কথাকে পূর্ণরূপে বিশ্বাস করা

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সকল কথাকে এমনভাবে বিশ্বাস করতে হবে যেখানে কোনো ধরনের সন্দেহ, সংশয় ও ইতস্ততবোধ থাকবে না। কারণ, আল্লাহর সকল কথা আল্লাহর ইলম বা জ্ঞান থেকে বের হয়। তদুপরি তিনি হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ সত্যবাদী। যেমন, তিনি নিজের ব্যাপারে ইরশাদ করেন–

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا

'কথায় আল্লাহর চেয়ে বেশি সত্যবাদী আর কে হতে পারে?'[১]

যেমন, কিয়ামত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– 'কিয়ামতের দিন সূর্য সৃষ্টিজীবের এক মাইল নিকটে চলে আসবে।' মাইল দ্বারা এখানে দূরত্ব বা সুরমাদানির মাইল– যেটাই উদ্দেশ্য করুক, এখানে উদ্দেশ্য হলো, কিয়ামতের দিন সূর্য ও সৃষ্টিজীবের মাথার মাঝে খুব কম দূরত্বই থাকবে। তা সত্ত্বেও সূর্যের গরমে মানুষ পুড়ে যাবে না। অথচ বলা হয় যে, সূর্য যদি তার অবস্থান থেকে আঙুলের অগ্রভাগ পরিমাণও পৃথিবীর নিকটে চলে আসে, তাহলে পৃথিবী পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে। এখন কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, তাহলে কিয়ামতের দিন সূর্য এত কাছে আসার পরও মানুষ বেঁচে থাকবে, এটা কী করে হতে পারে?

এই হাদীসের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি মুমিনের আদব বা প্রতিক্রিয়া কী হওয়া উচিত? এই হাদীস সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

১. সূরা নিসা: ৮৭

এর প্রতি আমাদের আদব হবে, আমরা এটাকে পূর্ণরূপে বিশ্বাস করব এবং বিনা দ্বিধায় মেনে নেব। এ সম্পর্কে আমাদের অন্তরে কোনো প্রকারের সংশয়, সংকীর্ণতা ও ইতস্ততবোধ থাকবে না। আমরা বিশ্বাস করব, এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বর্ণনা করেছেন, তা–ই হক ও সত্য।

আসলে দুনিয়ার হালচাল ও আখিরাতের অবস্থার মধ্যে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। তাই একটির সাথে অপরটিকে তুলনা করা সম্ভব নয়। সুতরাং এ ধরনের হাদীসকে প্রশান্তচিত্তে ও খোলা মনে গ্রহণ করে নেওয়াই মুমিনদের ঈমানের পরিচয়। মুমিনদের বোধশক্তিও এগুলো গ্রহণ করার অনুকূলে। আল্লাহ তাআলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি আদব বজায় রাখলে মানুষের চরিত্র সুন্দর হয়, তাদের চেষ্টা-প্রয়াস ঠিক পথে পরিচালিত হয়। কথায় ও কাজে আচরণ সুন্দর ও আল্লাহ-রাসূলের নির্দেশিত পন্থায় হলে উত্তম আমল করার সৌভাগ্য নসীব হবে এবং গুনাহ ক্ষমা করা হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।'[২]

২. আল্লাহর বিধানসমূহের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ও অনুশীলন

আল্লাহর বিধানাবলির ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি আদব হলো, তাঁর সকল বিধানকে মানুষ গ্রহণ করে নেবে এবং এগুলোর বাস্তবায়ন ও অনুশীলন করবে। তাঁর কোনো বিধানকে পরিত্যাগ করবে না। যদি কোনো বিধানকে

২. সূরা আহযাব: ৭০-৭১

বাদ দেয়, সেটা হবে আল্লাহর সাথে বেয়াদবি। চাই সে অস্বীকার করে বাদ দিক, বা ভারী মনে করে বাদ দিক; কিংবা তুচ্ছজ্ঞান করে পরিত্যাগ করুক। কারণ, আল্লাহর কোনো বিধানকে বাদ দেওয়া আল্লাহর প্রতি আদব প্রদর্শনের পরিপন্থী।

উদাহরণ-১: নামাজ। নিঃসন্দেহে নামাজ কতক লোকদের ওপর অনেক ভারী ও কঠিন। মুনাফিকদের জন্য নামাজ অনেক কঠিন বিষয়। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ،

'নিশ্চয়ই মুনাফিকদের জন্য সবচেয়ে ভারী নামাজ হলো, এশা ও ফজরের নামাজ।'[৩]

কিন্তু নামাজ মুমিনদের জন্য চোখের সান্ত্বনা ও হৃদয়ের প্রশান্তি। তাই নামাজের ব্যাপারে আল্লাহর প্রতি আদব হলো– তুমি প্রশান্তচিত্তে, প্রফুল্ল মনে ও পরিতৃপ্ত নয়নে নামাজ আদায় করবে।

উদাহরণ-২: রোজা। মানুষের জন্য রোজা অবশ্যই অনেক কঠিন বিধান। কারণ, রোজার কারণে মানুষকে খানাপিনা ও স্ত্রী সহবাসের মতো পছন্দনীয় বিষয় ত্যাগ করতে হয়। এটা অনেক কঠিন ব্যাপার। কিন্তু যে মুমিনের মনে আল্লাহর প্রতি আদব রয়েছে, সে এ কষ্টকে প্রশান্তচিত্তে ও খোলা মনে কবুল করে নেয়। তার মন এ কষ্টকে অনুকূল করে নেয়। তাই সে দীর্ঘতম ও গরম দিনেও সন্তুষ্ট ও প্রশান্ত মনে রোজা রাখে। কেউ যদি এ ধরনের ইবাদতকে বিরক্তি ও অসন্তোষের সাথে গ্রহণ করে এবং এমন ভাব দেখায় যে, খারাপ পরিণতির ভয় না হলে রোজা রাখতামই না; এটা হলো ইবাদত সম্পর্কে আল্লাহর শানে বেয়াদবি।

৩. আল্লাহর সকল ফায়সালা ও তাকদীরের ওপর ধৈর্যধারণ ও সন্তুষ্টিপ্রকাশ

উদাহরণ: আল্লাহর কিছু ফায়সালা মানুষের স্বভাবের অনুকূল হলেও অনেক ফায়সালা তার অনুকূল হয় না। যেমন: অসুস্থতা, দারিদ্রতা ও বিপদ-আপদ

৩. মুসনাদে আহমাদ: ১০১০০; সহীহ মুসলিম: ৬৫১

স্বাভাবিকভাবেই মানুষের স্বভাবের অনুকূল নয়।

তাই এ ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি আদব হলো, তোমার জন্য আল্লাহ তাআলা যে ফায়সালা করেছেন, সেটার ওপর সন্তুষ্ট থাকবে এবং প্রশান্তচিত্তে মেনে নেবে। মনে করতে হবে যে, তোমার জন্য কোনো হিকমাহ বা শুকরিয়াযোগ্য কোনো উত্তম পরিণামের জন্য এ ফায়সালা করা হয়েছে। কারণ, তাকদীরের ব্যাপারে আল্লাহর প্রতি আদব হলো, মানুষ তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে এবং প্রশান্ত মনে সেটাকে গ্রহণ করে নেবে। এজন্য আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের প্রশংসা করেছেন–

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

'যারা বিপদের সময় বলে, আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হব।'[৪]

আল্লাহ বলেন– وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ *'ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ শোনাও।'*[৫]

উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে আল্লাহর প্রতি আদব প্রদর্শন করতে হবে। (শায়খ ইবনে উসাইমিনের কথাকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে উপস্থাপিত)

৪. সূরা বাকারা: ১৫৬
৫. সূরা বাকারা: ১৫৫

দ্বিতীয় পাঠ
সৃষ্টির সাথে শিষ্টাচার

সৃষ্টির সাথে উত্তম আচরণের সংজ্ঞা অনেকেই দিয়েছেন। এখানে হাসান বসরী রহ. এর সংজ্ঞাটি পেশ করা হলো। তিনি বলেন, মাখলুকের সাথে সুন্দর আচরণ তিনটি জিনিসের সমষ্টি।

১. কষ্ট লাঘব করা

২. বদান্যতা ও উদারতা প্রদর্শন

৩. চেহারার প্রসন্নতা

কষ্ট লাঘব

অন্যকে কষ্ট দেওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। চাই কষ্ট দেওয়াটা সম্পদ সম্পর্কিত, জান সম্পর্কিত কিংবা মান-সম্মান সম্পর্কিত হোক।

সুতরাং কেউ যদি অন্যকে কষ্ট দেওয়া থেকে নিজেকে বিরত না রাখে, সে চরিত্রবান নয়; বরং সে দুশ্চরিত্র লোক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মাহর বড় জমায়েত বিদায় হজ্জের ভাষণে ঘোষণা করেছেন–

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

'নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত, ধন-সম্পদ, মান-সম্মান তোমাদের (পরস্পরের) ওপর এরূপ মর্যাদাপূর্ণ; যেমন এ শহরে এ মাসের আজকের এ দিনের মর্যাদা।'[৬]

উদাহরণ: কোনো মানুষ যদি কারো সাথে বিশ্বাসঘাতকতা, মিথ্যা, গালমন্দ, বিদ্রূপ, উপহাস, গীবত, পরনিন্দা বা প্রহার ইত্যাদি অপরাধমূলক কর্ম করে; তাহলে বুঝতে হবে যে, সে চরিত্রবান নয়।

---

৬. সহীহ বুখারী: ৭৪৪৭; সহীহ মুসলিম: ১৬৭৯